দামুড়হুদায় ওষুধ আইনের লঙ্ঘনে ৩ জনকে জরিমানা

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ওষুধ বিক্রিতে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা সদর ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

গতকাল মঙ্গলবার পরিচালিত এ অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ৩ ব্যক্তিকে মোট ৭ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলমের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানে জেলা ঔষধ পরিদর্শক উপস্থিত থেকে সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করেন।

অভিযান চলাকালে বিভিন্ন ফার্মেসিতে অনুমোদনবিহীন ওষুধ সংরক্ষণ, স্যাম্পল ওষুধ বিক্রি ও প্রদর্শন এবং অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক রেজিস্টার সংরক্ষণ না করার মতো নানা অনিয়ম ধরা পড়ে। পরে যাচাই-বাছাই শেষে ঔষধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ৩ ব্যক্তিকে মোট ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় জেলা ঔষধ পরিদর্শক ফার্মেসি মালিকদের উদ্দেশে বলেন, সরকার নির্ধারিত নিয়ম-কানুন মেনে ওষুধ বিক্রি করতে হবে। অনুমোদনবিহীন ওষুধ বিক্রি এবং রেজিস্টারবিহীনভাবে অ্যান্টিবায়োটিক বিতরণ জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি সতর্ক করেন।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওষুধ ব্যবসায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। একই সঙ্গে সাধারণ জনগণকে অনুমোদিত ফার্মেসি থেকে ওষুধ ক্রয়ের মাধ্যমে সচেতন ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত প্রার্থী রুহুল আমিন’কে শোকজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দলীয় কর্মশালায় উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা-২ (দামুড়হুদা, জীবননগর ও সদর উপজেলার একাংশ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. রুহুল আমিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি।

নোটিশে ১৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় বিচারিক কমিটির কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে লিখিত বক্তব্য বা ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার এ নোটিশ জারি করেন সংশ্লিষ্ট আসনের নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির প্রধান এবং জীবননগর সিভিল জজ আদালতের বিচারক নাসির হুসাইন। জানা গেছে, গত ১২ জানুয়ারি দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় দলীয় কর্মশালায় বক্তব্য দেন জামায়াতের প্রার্থী মো. রুহুল আমিন।

তার ওই বক্তব্যকে উসকানিমূলক ও নির্বাচনি আচরণবিধি পরিপন্থি দাবি করে এ আসনে বিএনপি’র প্রার্থী মাহমুদ হাসান খানের প্রধান নির্বাচনি এজেন্ট এম এ সবুর একই দিন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেনের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। ওই অভিযোগের সূত্র ধরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কাছে চিঠি পাঠানো হয়।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, কার্পাসডাঙ্গা জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি কর্মশালায় মো. রুহুল আমিন নির্বাচনে জয়লাভের লক্ষ্যে বাঁশে তেল মাখিয়ে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার জন্য ভোট গ্রহণের আগে জনসাধারণকে নির্দেশনা দিয়েছেন, যা নির্বাচনি আচরণবিধিমালার পরিপন্থি। ইতোমধ্যে কর্মশালার ওই বক্তব্য বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। চিঠির সঙ্গে পেনড্রাইভে বক্তব্যের ভিডিও সংযুক্ত করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

সিভিল জজ নাসির হুসাইন স্বাক্ষরিত কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়েছে, ভিডিও পর্যালোচনায় প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। অভিযোগ ও ভিডিও বিশ্লেষণে দেখা যায়, মো. রুহুল আমিন

বক্তব্যে বলেন, ‘সামনে ১২ তারিখ একটি লড়াই হবে। এই লড়াইয়ে যারা মরার জন্য যাবে তারাই জিতবে, যারা রক্ত ঝরানোর জন্য যাবে তারাই জিতবে। আর যারা বাঁচতে যাবে তারা হেরে যাবে।

এছাড়া তিনি কর্মীদের বাঁশের লাঠি ব্যবহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এমন উসকানিমূলক বক্তব্য নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে ভয়ভীতি সৃষ্টি করেছে। নোটিশে আরও বলা হয়, এ ধরনের বক্তব্য নির্বাচনে সহিংসতা সৃষ্টিতে উৎসাহ জোগায় এবং সুষ্ঠু নির্বাচনি পরিবেশ বিনষ্ট করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বক্তব্যটি ছড়িয়ে পড়ায় জনমনে ভীতির সঞ্চার হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মো. রুহুল আমিন নির্বাচনে অবৈধ প্রভাব সৃষ্টি করেছেন এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ১৫ ও ১৬ লঙ্ঘন করেছেন। এ অবস্থায় অভিযোগের বিষয়ে কেন তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে সুপারিশসহ প্রতিবেদন পাঠানো হবে না, তা জানতে ১৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় কমিটির কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জামায়াতের প্রার্থী মো. রুহুল আমিন বলেন, আমার দেওয়া বক্তব্য কাউকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য নয় এবং এটি আচরণবিধি লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যেও নয়। মূলত সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন নিশ্চিত করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই বক্তব্য দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও বলেন, আমরা ভোট চুরি করব না, কাউকে ভোট চুরি করতে দেব না—এটাই ছিল মূল বক্তব্য। যারা ভোট চুরি করতে আসবে, তাদের প্রতিহত করা হবে। সেই প্রতিরোধের প্রস্তুতি হিসেবে কর্মীদের সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে।

দামুড়হুদায় সার ব্যাবস্থাপনা আইন লঙ্ঘনে দুই প্রতিষ্ঠানের অর্থদণ্ড

দামুড়হুদায় সার ব্যাবস্থাপনা আইন লঙ্ঘনে দুই প্রতিষ্ঠানের অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে দামুড়হুদা বাজার সংলগ্ন এলাকায় সার ব্যাবস্থাপনা আইন–২০০৬ লঙ্ঘনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুইটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন আলম।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে নিবন্ধন না থাকায় দামুড়হুদা বাজার সংলগ্ন মেসার্স আব্দুল ওয়াহেদ প্রতিষ্ঠানের মালিককে সার ব্যাবস্থাপনা আইন–২০০৬ অনুযায়ী ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও দশনা পুরাতন বাজার এলাকায় অতিরিক্ত সার মজুত রাখার অপরাধে ফাতেমা ট্রেডার্স কে একই আইনে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

অভিযানটি বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত পরিচালিত হয়। অভিযান পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সার বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন সভা

আওয়ামী ফ্যাসিবাদ আমলে ঝিনাইদহে মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকেলে ঝিনাইদহ শহরের আলহেরা বাইপাস এলাকার একটি মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করে শহর ও জেলা শিবির।

আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিবিরের কেন্দ্রীয় মানবাধিকারা বিষয়ক সম্পাদক সিফাত উল আলম, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের আমীর আলী আযম মো. আবু বকর, জেলা শিবির সভাপতি আরিফ হোসেন, সেক্রেটারি ওবাইদুর রহমানসহ গুম ও কারাভোগী নেতাকর্মীরা।

বক্তারা অভিযোগ করেন, আওয়ামী সরকারের সময় মানবাধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। তারা বলেন, বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশি নির্যাতন, গুম করে মাসের পর মাস অমানবিক আচরণ এবং ক্রসফায়ারের নামে শিবিরের নেতাদের হত্যার ঘটনা বারবার ঘটেছে।

বক্তারা এসব অপরাধের সাথে জড়িত পুলিশ সদস্যসহ সকলকে বিচারের আওতায় আনার দাবী জানান।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ শহর শাখা ও জেলা শাখার সেক্রেটারি পারভেজ ও ওবাইদুর রহমান। সভায় আওয়ামী ফ্যাসিবাদ আমলে ঝিনাইদহে গুম, খুন এবং মামলা হামলার শিকার নেতাকর্মীদের অবর্ণনীয় কারানির্যাতনের লিখিত পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি বলেন, সব হত্যাকান্ডের পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে, এ ঘটনায় জড়িত পুলিশ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। হত্যাকাণ্ডের শিকার পরিবারগুলোর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ভবিষ্যতে গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে কঠোর আইন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

সরকারি চাকরি বিধি লঙ্ঘন করে রাজনীতিতে চঞ্চল!

সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়ালেন জহির হোসেন চঞ্চল। তিনি মুজিবনগর সরকারি কলেজের গণিত বিভাগের একজন প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং চলতি বছরের ৩০ মার্চ তিনি প্রাক-নিয়মিত অবসর (পিআরএল) গ্রহণ করেন। পিআরএলে যাওয়ার মাত্র দুই মাসের মাথায় তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর আমঝুপি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।

গতকাল মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তরাপাড়া গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে।

সরকারি কর্মচারী আচরণবিধিমালা ১৯৭৯-এর ২৫(১) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো সরকারি কর্মচারী রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে বা কোনোভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এছাড়া ৩২ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে, এই বিধিমালার কোনো ধারা লঙ্ঘন শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

এ বিষয়ে জহির হোসেন চঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “আমি ২০২৫ সালের ৩০ মার্চ অবসরে গিয়েছি। যেহেতু অবসরে আছি, তাই রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছি। তবে চাকরি বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা, সেটা ভেবে দেখিনি।”

উপজেলা পর্যায়ের এক প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানান, পিআরএল শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেকোনো সরকারি কর্মচারীকে সরকারি চাকরি বিধি মেনে চলতে হয়। সে হিসেবে, পিআরএল চলাকালীন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিধি লঙ্ঘনের শামিল এবং এর জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মুজিবনগর সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন বলেন, “পিআরএলে থাকাকালীন রাজনীতিতে অংশ নেওয়ায় কোনো বাধা নেই। আগে আরপিএল থাকাকালে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য ছিল।”

তবে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, “পিআরএলে থাকা অবস্থায় একজন সরকারি কর্মচারী সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা পান। তাই ওই সময় কেউ রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেন না।”